প্রথম আলো

তারিখ 27 OCT 2008
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

অভিযুক্ত' শিক্ষকের লাঞ্ছনা ও শিক্ষার্থী বহিষ্কার

নতুন করে তদন্তের মাধ্যমে বিষয়টির অবসান কাম্য

আবারও অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। যৌন নিপীড়নের দায়ে অভিযুক্ত সেই শিক্ষক তাঁরই বিভাগের শিক্ষার্থীদের হাতে হেনস্তা হয়েছেন। কেবল তা-ই নয়, তাঁর পক্ষ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের কর্মীরা ওই শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালিয়ে একজন শিক্ষকের কক্ষসহ কয়েকটি শ্রেণীকক্ষও ভাঙচুর করে। এরপর ওই দুই সংগঠনের যুগ্ম আক্রমণে আহত হন আরও কিছু শিক্ষার্থী। খবরে প্রকাশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর নিজেই ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ওই অভিযুক্ত শিক্ষককে ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের হাত থেকে বের করে নিয়ে আসেন। এ ঘটনায় ত্বরিতগতিতে চার ছাত্রী ও দুই ছাত্রকে শিক্ষক লাঞ্ছনার অভিযোগে কোনো তদন্ত ছাড়াই সাময়িক বহিষ্কার করা হয়, যাঁদের মধ্যে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ দায়েরকারীরাও রয়েছেন। এখন, ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিত করাই যৌক্তিক কাজ।

প্রশাসনিক তদন্তে 'নির্দোষ' ঘোষিত হলেও অভিযোগকারী চার ছাত্রীসহ বিচারপ্রার্থী শিক্ষার্থীরা সেই তদন্তকে পক্ষপাতমূলক বলে প্রত্যাখ্যান করে সুবিচারের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও বিষয়টির ন্যায্য বিহিতের দাবি ওঠে। প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ার পরও চূড়ান্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্তকে সম্পূর্ণ নির্দোষ ঘোষণা করা থেকেই সমস্যার উৎপত্তি। অভিযোগ রয়েছে, তদন্ত কমিটি সাক্ষীদের সাক্ষ্য যথাযথভাবে গ্রহণ করেনি এবং সব তথ্য-প্রমাণও আমলে নেয়নি। তা ছাড়া তদন্ত কমিটিতে অভিযুক্ত শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ লোকও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

মে মাসে গঠিত অভিযোগের বিচারের প্রসঙ্গ সিন্ডিকেট সভায় ওঠে ১৩ সেপ্টেম্বর। এ সাড়ে চার মাসজুড়ে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিভাগ নাটক ও নাট্যতত্ত্ব ছাড়াও বহুসংখ্যক শিক্ষার্থী সুষ্ঠু বিচারের জন্য সোচ্চার হন। অবশেষে, সিন্ডিকেট তাঁকে নির্দোষ ঘোষণা করায় যাবতীয় উত্তেজনার অবসান তো দূরের কথা, বরং তার প্রতিক্রিয়ায় সহিংসতারও জন্ম হলো। শিক্ষার্থীদের অনেকেই ওই শিক্ষককে মেনে নিতে রাজি নন। বিষয়টির আইনি দিক যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কের নৈতিক দিকটিও। যে বিচার অভিযোগকারী তথা সমাজের বড় অংশের গ্রহণযোগ্যতা হারায়, তাকে সুষ্ঠু বিচার বলা মুশকিল। বিচারকে অবশ্যই ন্যায়বিচার বলে প্রতীয়মান হতে হবে। ইতিমধ্যে আন্দোলনকারীদের ওপর একাধিক সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় প্রতীয়মান হয়, বিচারপ্রার্থীরা প্রতিহিংসার শিকার হচ্ছেন। এ অবস্থার ইতিবাচক পরিণতির দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং সব শিক্ষার্থীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানাই। প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য মাননীয় রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপও প্রত্যাশিত।